

ছোটদের আরকান সিরিজ

১

ইবাদত

করি এক আল্লাহর

মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন



রাংতুলি

ইবাদত করি এক আল্লাহর



ছোট বন্ধুরা, একটি প্রশ্ন করি।

বলো তো, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো। আমাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

আববু-আম্মু, ভাইয়া-আপুকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

দাদাদাদু, নানানানু—সবাইকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

শুধু কি তাই! পশুপাখি, গাছপালা, নদনদী-সমুদ্র, চাঁদ তারা সূর্য—সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

জিনদেরকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

কেন সৃষ্টি করেছেন জানো? সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। ইবাদত করলে তিনি খুশি হন। অনেক পুরস্কার দেন। এটি কিন্তু আমার কথা নয়।



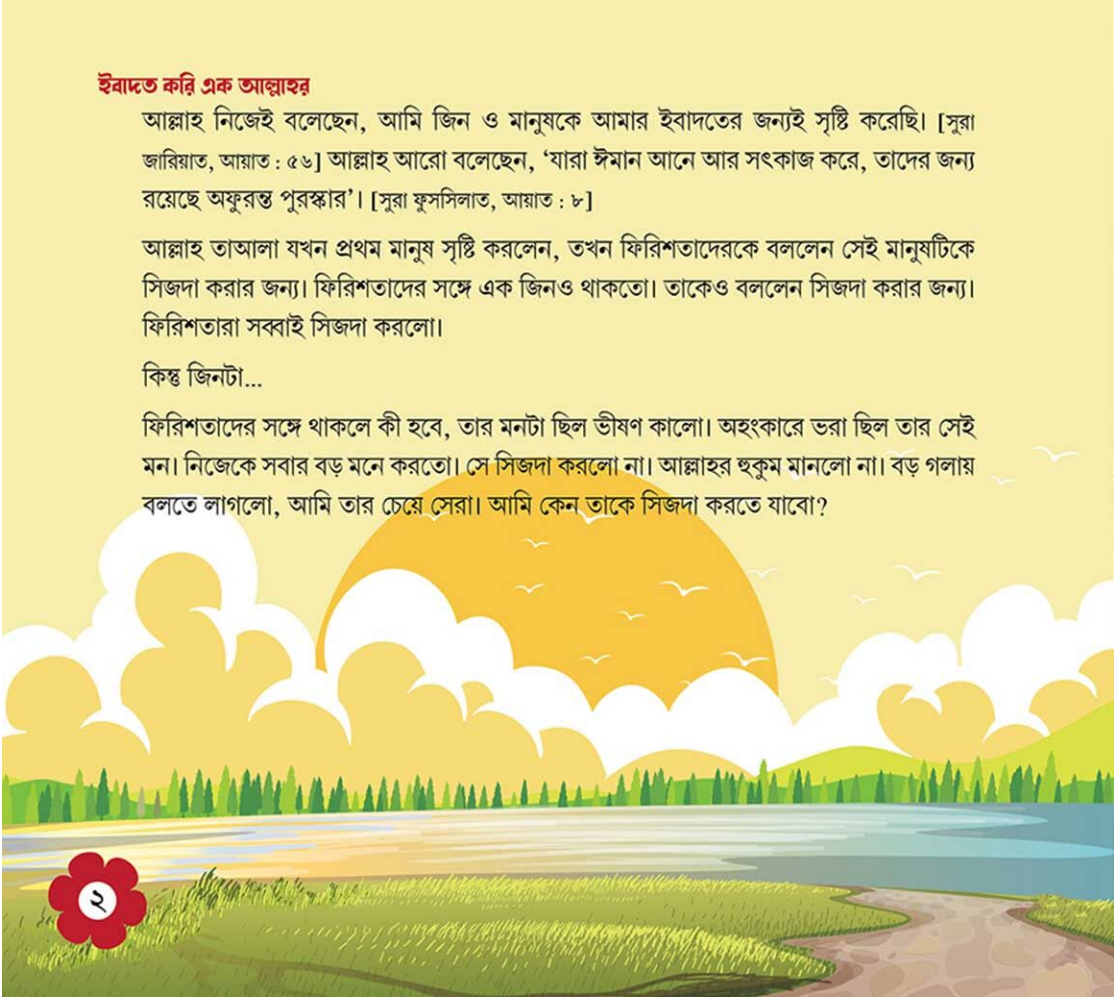
ইবাদত করি এক আল্লাহর

আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। [সূরা জারিয়াত, আয়াত : ৫৬] আল্লাহ আরো বলেছেন, 'যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার'। [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৮]

আল্লাহ তাআলা যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন ফিরিশতাদেরকে বললেন সেই মানুষটিকে সিজদা করার জন্য। ফিরিশতাদের সঙ্গে এক জিনও থাকতো। তাকেও বললেন সিজদা করার জন্য। ফিরিশতারা সবাই সিজদা করলো।

কিন্তু জিনটা...

ফিরিশতাদের সঙ্গে থাকলে কী হবে, তার মনটা ছিল ভীষণ কালো। অহংকারে ভরা ছিল তার সেই মন। নিজেকে সবার বড় মনে করতো। সে সিজদা করলো না। আল্লাহর হুকুম মানলো না। বড় গলায় বলতে লাগলো, আমি তার চেয়ে সেরা। আমি কেন তাকে সিজদা করতে যাবো?



ছোটদের আরকান সিরিজ

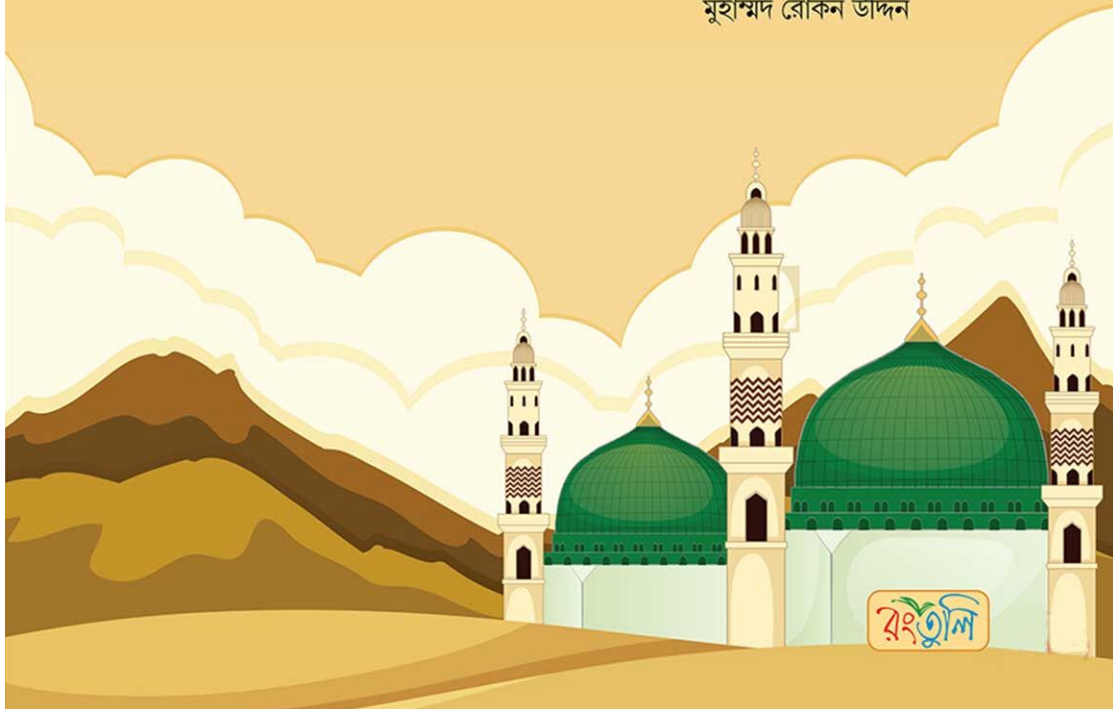
২

মুহাম্মদ

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]

আল্লাহর প্রেরিত রাসূল

মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন



মুহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রেরিত রাসূল

মুহাম্মদ সা.

আল্লাহর প্রেরিত রাসূল

সব মানুষ এক জাতি ছিল। সবাই এক আল্লাহর ইবাদত করতো। শিরক করতো না। সবাই মিলেমিশে বসবাস করতো। কিন্তু... ঐ যে দুষ্ট শয়তান। সে বসে রইলো না। নানাভাবে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। বছরের পর বছর চেষ্টা করার পর এক সময় সে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারলো। যেভাবে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া আলাইহাস সালামকে সে ধোঁকা দিয়েছিল, সেভাবে সাধারণ মানুষকেও সে ধোঁকা দিলো।

সে তো মানুষের শত্রু। ধোঁকা দেওয়াই তো তার স্বভাব। মানুষের কল্যাণ সে চায় না। সবসময় অকল্যাণ ও অশুভ কামনা করে।



মুহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রেরিত রাসূল

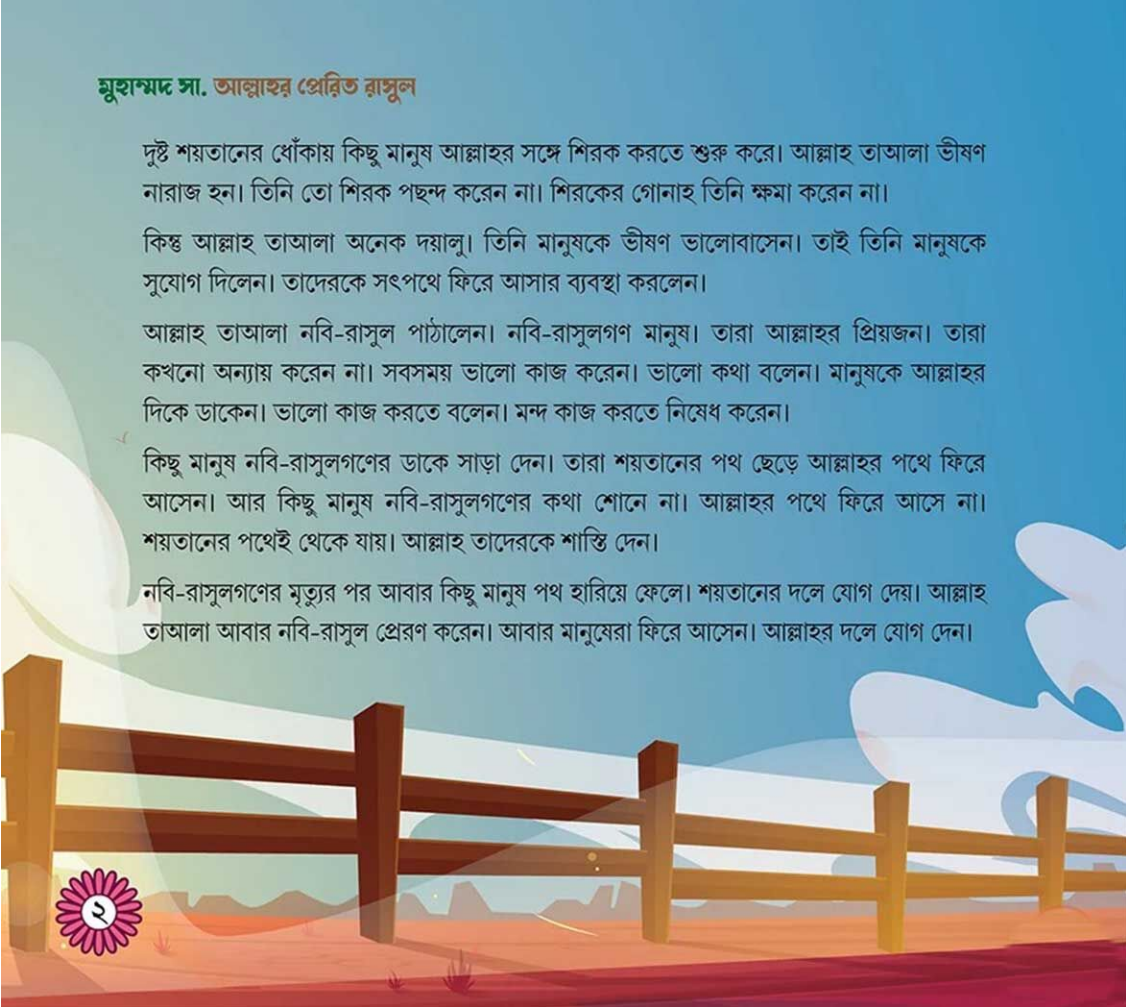
দুঃশয়তানের ধোঁকায় কিছু মানুষ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করতে শুরু করে। আল্লাহ তাআলা ভীষণ নারাজ হন। তিনি তো শিরক পছন্দ করেন না। শিরকের গোনাহ তিনি ক্ষমা করেন না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা অনেক দয়ালু। তিনি মানুষকে ভীষণ ভালোবাসেন। তাই তিনি মানুষকে সুযোগ দিলেন। তাদেরকে সৎপথে ফিরে আসার ব্যবস্থা করলেন।

আল্লাহ তাআলা নবি-রাসূল পাঠালেন। নবি-রাসূলগণ মানুষ। তারা আল্লাহর প্রিয়জন। তারা কখনো অন্যায় করেন না। সবসময় ভালো কাজ করেন। ভালো কথা বলেন। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকেন। ভালো কাজ করতে বলেন। মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন।

কিছু মানুষ নবি-রাসূলগণের ডাকে সাড়া দেন। তারা শয়তানের পথ ছেড়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসেন। আর কিছু মানুষ নবি-রাসূলগণের কথা শোনে না। আল্লাহর পথে ফিরে আসে না। শয়তানের পথেই থেকে যায়। আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেন।

নবি-রাসূলগণের মৃত্যুর পর আবার কিছু মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে। শয়তানের দলে যোগ দেয়। আল্লাহ তাআলা আবার নবি-রাসূল প্রেরণ করেন। আবার মানুষেরা ফিরে আসেন। আল্লাহর দলে যোগ দেন।



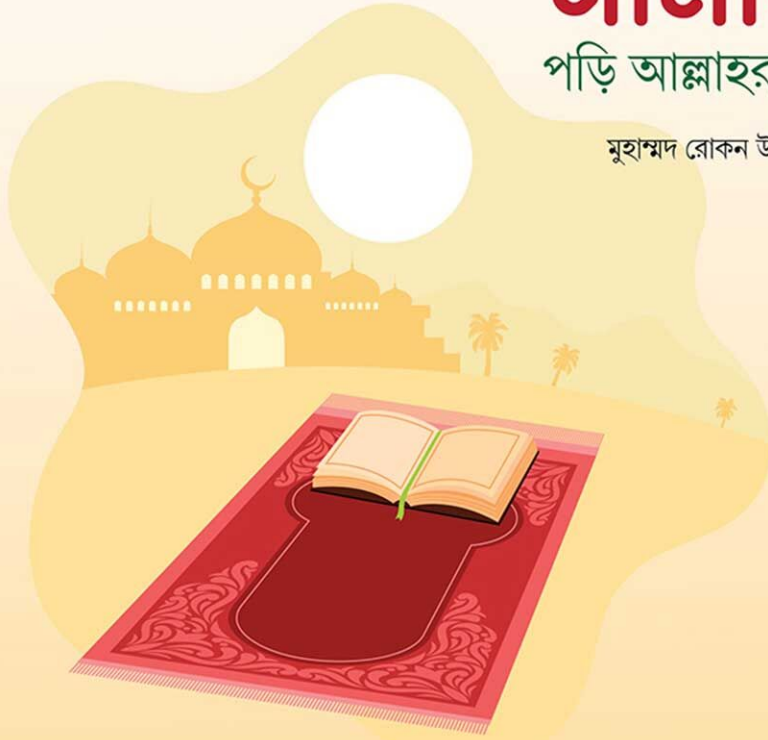
ছোটদের আরকান সিরিজ

৩

নামাজ

পড়ি আল্লাহর জন্য

মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন



নামাজ পড়ি আল্লাহর জন্য

বন্ধুরা, ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে দ্বিতীয় রুকন হলো নামাজ। আরবি ভাষায় বলা হয় সালাত। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বা নামাজ ফরজ করেছেন। প্রতিটি মুসলিমকে প্রতিদিন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয়।

ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। এই হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। প্রত্যেক নামাজের নির্দিষ্ট সময় আছে। সময়মতো নামাজ আদায় করতে হয়।

ফজরের নামাজ শুরু হয় সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর থেকে। সূর্য উঠার আগে পূর্ব আকাশে লম্বালম্বি একটা সাদা রেখা দেখা যায়। এটিই হলো সুবহে সাদিক। আর সূর্য উদয়ের আগ পর্যন্ত ফজরের নামাজের সময় থাকে।

সূর্য যখন মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ে, তখন জোহরের নামাজের সময় শুরু হয়। আসরের আগ পর্যন্ত জোহরের সময় থাকে।

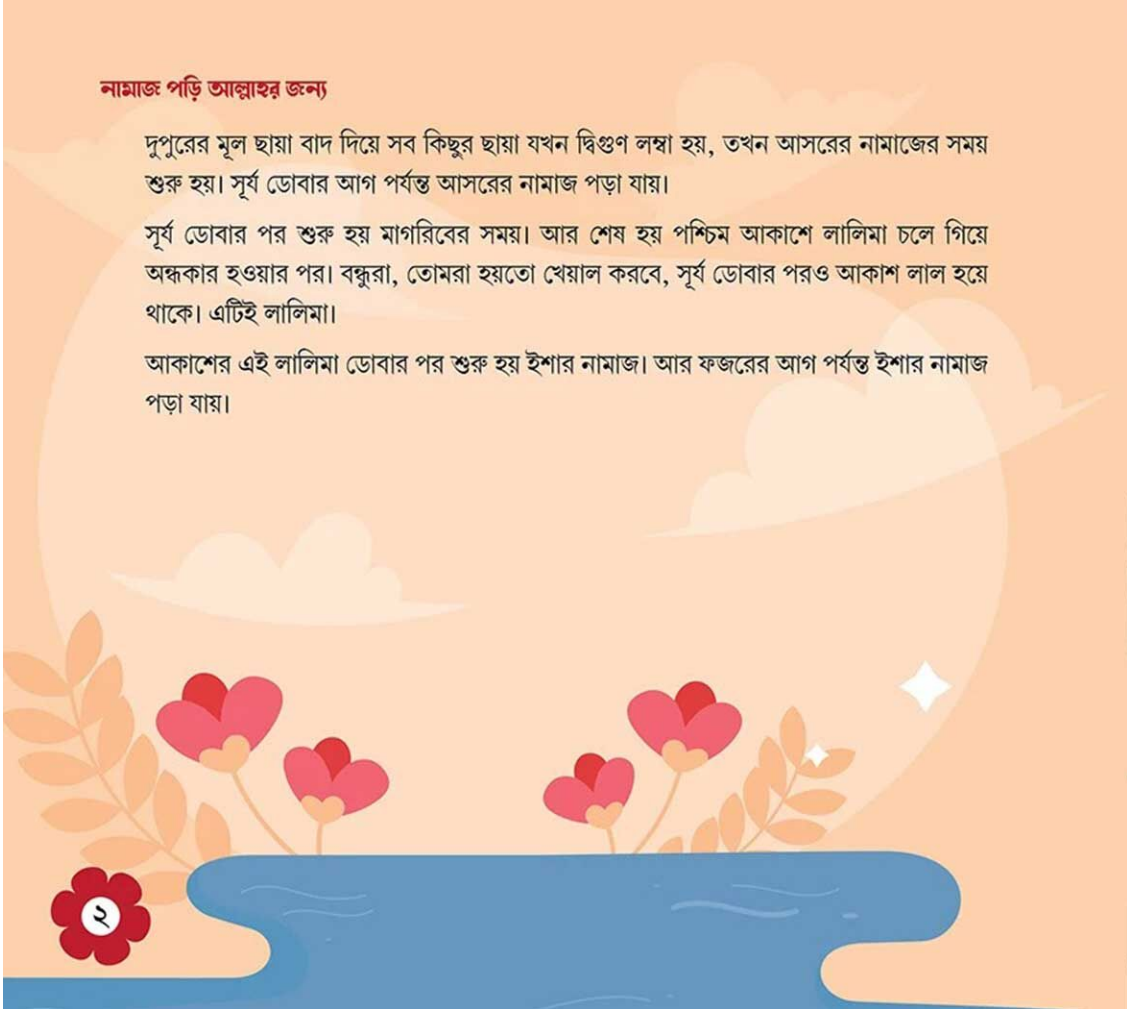


নামাজ পড়ি আল্লাহর জন্য

দুপুরের মূল ছায়া বাদ দিয়ে সব কিছুর ছায়া যখন দ্বিগুণ লম্বা হয়, তখন আসরের নামাজের সময় শুরু হয়। সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত আসরের নামাজ পড়া যায়।

সূর্য ডোবার পর শুরু হয় মাগরিবের সময়। আর শেষ হয় পশ্চিম আকাশে লালিমা চলে গিয়ে অন্ধকার হওয়ার পর। বন্ধুরা, তোমরা হয়তো খেয়াল করবে, সূর্য ডোবার পরও আকাশ লাল হয়ে থাকে। এটিই লালিমা।

আকাশের এই লালিমা ডোবার পর শুরু হয় ইশার নামাজ। আর ফজরের আগ পর্যন্ত ইশার নামাজ পড়া যায়।



ছোটদের আরকান সিরিজ

8

রোজা

রাখি আল্লাহর জন্য

মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন



রোজা : আল্লাহ নিজেই মার প্রতিদান দিবেন



রোজা আল্লাহ নিজেই যার প্রতিদান দিবেন

বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে ইসলামের অন্যতম একটি রোকনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। এই রোকনটি পালন করা সহজ আবার একটু কঠিনও বটে। সহজ হোক কিংবা কঠিন, এর সওয়াব কিন্তু অনেক বেশি।

বন্ধুরা, সেই রোকনটির নাম হলো রোজা। আরবিতে বলা হয় সাওম। সুবহে সাদিক তথা পুবাকাশে যখন সাদা রেখা দেখা দেয়, তখন থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকার নামই হলো রোজা।



রোজা : আল্লাহ নিজেই মার প্রতিদান দিবেন

রোজা শুধু আমাদের মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়েছে এমনটি নয়। বরং আমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোও রোজা পালন করতেন। রোজার বিভিন্ন বিধান, সংখ্যা ও সময়ের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। যেমন কোনো কোনো জাতির ক্ষেত্রে এই বিধান ছিল যে, তারা রোজা অবস্থায় কারো সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ সারতে হতো।

ইসলামের প্রথমদিকে মুসলমানদের উপর আশুরার রোজা ফরজ করা হয়েছিল। আশুরা বলা হয় মহররমের দশ তারিখকে। এই দিনে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। ইহুদিরাও এই দিনে রোজা রাখতো। কেননা আল্লাহ তাআলা এই দিনে বনি ইসরাইলকে ফিরআউনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।



ছোটদের আরকান সিরিজ ৫

হাজার পুরস্কার জান্নাত

মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন



হজের পুরস্কার জালাত

বন্ধুরা, ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন হলো হজ। প্রাপ্তবয়স্ক সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরজ। যার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই হজ করা যায় না। হজের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। বছরের বারো মাসের মধ্যে তিন মাসকে হজের মাস বলা হয়। সেগুলো হলো শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের প্রথম দশ দিন। তবে হজের মূল কাজগুলো করতে হয় জিলহজ মাসে।

বন্ধুরা, নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি ইবাদত নিজ এলাকায় থেকেও করা যায়। কিন্তু হজ করতে হলে মক্কায় যেতে হয়। সেখানে আল্লাহর ঘর রয়েছে। সে ঘরকে ‘কাবা’ বলা হয়। অনেক সুন্দর সেই ঘর। তোমরা হয়তো ছবিতে সেই ঘর দেখেছো। কাবা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো ঘর। এ ঘরের আগে পৃথিবীতে আর কোনো ঘর ছিল না। আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে আসার পরপরই এই ঘর বানানো হয়।



হজের পুরস্কার জম্মাত

বন্ধুরা, কালের আবর্তনে কাবাঘর হারিয়ে গিয়েছিল। মিশে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। আল্লাহ তাআলা তাঁর খলিল ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে কাবাঘর আবার নির্মাণ করতে নির্দেশ দিলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নিয়ে কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন। সেই ঘটনা আমরা তোমাদেরকে শীঘ্রই শোনাবো ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুরা, হজের মধ্যে অনেকগুলো কাজ করতে হয়। মক্কায যাওয়ার পথে নির্দিষ্ট স্থান পার হওয়ার আগে ইহরামের কাপড় পরিধান করে হজের নিয়ত করতে হয়। নির্দিষ্ট স্থানটিকে মিকাত বলা হয়। এরপর মক্কায গিয়ে কাবা শরিফের তাওয়াফ করতে হয়। সাতবার কাবা শরিফের চারদিকে ঘুরলে এক তাওয়াফ হয়। কাবাঘরের কাছে দুটো পাহাড় আছে। একটির নাম সাফা। অপরটির নাম মারওয়া। এই পাহাড় দুটোতে সাতবার দৌড়াতে হয়। এই দৌড়ানোকে বলা হয় সায়া। এরপর আরাফার ময়দানে উপস্থিত হতে হয়। মুজদালিফায় যেতে হয়। জমরায় শয়তানকে পাথর মারতে হয়। জামরা বলা হয় কয়েকটি স্তম্ভকে। জামরায় পাথর মারার পর কুরবানি করতে হয়। চুল মুগুনো কিংবা খাটো করতে হয়। এভাবে আরো অনেক কাজ করতে হয়।



ছোটদের আরকান সিরিজ ৬

জাকাত

দিলে সম্পদ বাড়ে

মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন



জাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে

বন্ধুরা, ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন হলো জাকাত। যারা সম্পদশালী তাদের উপর জাকাত ফরজ করা হয়েছে। যারা গরিব ও অসহায় তাদের উপর জাকাত ফরজ নয়। সম্পদশালীরা তাদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ জাকাত হিসেবে গরিব-অসহায় ও অসচ্ছলদেরকে দান করবে।

যাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এক বছর জমা থাকে, তাদের উপর জাকাত ফরজ হয়। বিশেষ করে স্বর্ণ, রূপা, নগদ টাকা, ব্যবসায়িক সম্পদের জাকাত দিতে হয়। ফসলেরও এক ধরনের জাকাত দিতে হয়। জাকাতের কিছু হিসেব-নিকেশ আছে। বড় হয়ে তোমরা সেসব জানতে পারবে।



জাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে

যারা কৃপণ তারা জাকাত দিতে চায় না। জাকাত দিতে তাদের কষ্ট লাগে। তারা মনে করে, জাকাত দিলে তো সম্পদ কমে যাবে। আসলে জাকাত দিলে সম্পদ কমে না। যারা জাকাত দেয়, আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পদে বরকত দান করেন। তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন। জাকাতের দ্বারা সম্পদ পবিত্র হয়। আল্লাহ খুশি হন।

জাকাত দেওয়া মানে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে আল্লাহকেই ঋণ দেওয়া। আল্লাহর তো আর টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। তাই সেই সম্পদ গরিব ও অসহায়দেরকে দিতে হয়।

বন্ধুরা, সম্পদশালীরা জাকাত না দিলে আল্লাহ অনেক রাগ করেন। যারা জাকাত দেয় না, তাদের সম্পদে বরকত হয় না। আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনেক শাস্তি দিবেন। কিয়ামতের দিন তাদের সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। এরপর তাদের সামনে, পিছনে ও পার্শ্বদেশে সৈঁক দেওয়া হবে। আর ফিরিশতারা তাদেরকে বলতে থাকবেন, এগুলো হলো তোমার জমিয়ে রাখা সম্পদ। এখন এগুলোর মজা ভোগ করো।

